# বিশ্বব্যাংক

## সংবাদ বিবরণী

### ভাল ফলাফলের জন্য চাই ভাল উপাত্ত
### বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

**নির্ভরযোগ্য তথ্য থেকেই সঠিক ফলাফল বেরিয়ে আসে**

জাতীয় পর্যায়ের নীতিনির্ধারকরা এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সম্প্রদায় পরিসংখ্যান ক্ষমতাকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠেছেন - যাতে, দারিদ্র বিমোচন কৌশলসমূহ, বিভিন্ন খাতওয়ারী উন্নয়ন কৌশল এবং সর্বোপরি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, তদারকি ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এসব তথ্য সহায়তা করতে পারে। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে **উন্নয়ন ফলাফলের ব্যবস্থাপনার ওপর অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গোলটেবিল বৈঠক** এবং পরবর্তীতে **পরিসংখ্যান ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গৃহিত মাররাকেচ কর্ম-পরিকল্পনায়ও** এব্যাপারে একটি জাতীয় কর্মকৌশল নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- দ্রারিদ্র-সম্পকিত প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন উপাত্তের উন্নয়নের জন্য একটি কৌশলগত কাঠামো ঠিক করা, যাতে উপাত্তের প্রামানিক ভিত্তি মজবুত হয় এবং এর থেকে ভাল ফলাফল লাভ করা যায়। তবে, ভাল পরিসংখ্যান শুধুমাত্র উন্নয়ন সহযোগীদের জন্যই প্রয়োজন নয়, তথ্যাভিজ্ঞ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সরকার, ব্যবসায়ী, সংবাদ মাধ্যম, এবং নাগরিক সকলের কাছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সময়মত এবং সঠিক পরিসংখ্যান থাকা দরকার।

**বিশ্বব্যাংকের ঋণদান কর্মসূচী 'স্ট্যাটকেপ' (STATCAP)**

বিশ্বব্যাংকের নতুন ঋণদান কর্মসূচী 'স্ট্যাটকেপ'- প্রণয়ন করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে একটি দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই পরিসংখ্যান ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন হয় তার সংস্থান করতে। এই কর্মসূচীতে অর্থায়ন পদ্ধতিতে নমনীয়তা, পৌনঃপুনিক খরচের সংস্থান, বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্রের সন্ধান দেয়া, এবং যে সব উৎস থেকে কারিগরী সহায়তা ও নির্দেশনা পাওয়া যাবে সেগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সহ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

**বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার দিকে আরো দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন ঃ**

বাংলাদেশে তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জাতীয় অগ্রগতি তদারক করার জন্য সরকার, ব্যবসায়ী সম্প্রদ্রায় এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে সঠিক পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে। যদিও এদেশের বর্তমান পরিসংখ্যান ব্যবস্থার বেশ কিছু শক্তিশালী দিক রয়েছে এবং যৌক্তিক বিচারে সেগুলো বেশ জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত, তারপরও সর্বমহলে এই ধারণাটি বদ্ধমূল যে- বর্তমান পদ্ধতি পর্যাপ্তভাবে প্রয়োজনীয় সব তথ্যের যোগান দিতে পারছে না কিংবা নতুন কোন তথ্যের প্রয়োজনে তা সঠিকভাবে সরবরাহ করতে পারছে না। এটাও অত্যন্ত স্পষ্ট যে সঠিক পরিসংখানের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে দ্রুত দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে গত বছর অনুমোদিত জাতীয় কৌশল বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক তদারকি করার জন্য সঠিক পরিসংখ্যান অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থার বেশ কিছু সমস্যা বিগত সময়ে একাধিক মূল্যায়নের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

- পরিসংখ্যান ব্যবস্থায় সার্বিক নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সীমাবদ্ধতা।
- পেশাদারিত্বের অভাব এবং যাদের হাতে এসব উপাত্ত রয়েছে তাদের সাথে সমন্বয়ের জন্য অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা।
- উপাত্ত সরবরাহকারী ও ব্যবহারকারীর মধ্যে অপ্রতুল যোগাযোগ।
- প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করতে দীর্ঘসূত্রিতা।
- পুরনো ধাচের উপাত্ত সারণী ও রেজিস্ট্রার ব্যবহার।
- উপাত্তের উৎসগুলো অনেক সময় একই রকমের হয়ে যায় এবং প্রধান নির্দেশকগুলোর এবং উপাত্ত সারণীর মধ্যে অনেক অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়।
- সার্বিক দায়বদ্ধতার অভাব।
- নতুন কোন তথ্য প্রয়োজন হলে বিবেচনায় আনা এবং সরবরাহ করতে সার্বিক পরিসংখ্যান ব্যবস্থার অক্ষমতা ।

**কর্মপরিকল্পনা শক্তিশালী করার তিনটি স্তর ঃ**

বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ক্ষমতাকে তিনটি স্তরে শক্তিশালী করা যায় ঃ

**প্রথমত,** অগ্রাধিকারের চার অথবা পাঁচটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে সেগুলোতে উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন ও প্রচারের কারিগরী দিক উন্নত করার মাধ্যমে উপাত্তের গুনগত মান দ্রুত বাড়ানো যায়। লক্ষ্য থাকবে শুধু সেই সব ক্ষেত্রের দিকে যেখানে ১২ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে কোন আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ঝুট ঝামেলা ছাড়াই পরিমেয় অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব। এটি হবে পূর্ব থেকে নির্ধারিত কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য দ্রুত ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা। প্রথম ধাপের এসব কাজের জন্য বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন 'ইকোনোমিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্টস প্রোগ্রাম' (ইএমটিএপি) থেকে সম্ভাব্য সহায়তা পাওয়ার জন্য সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে আলোচনা চলছে।

**দ্বিতীয় ধাপ** হবে পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য জাতীয় পরিসংখ্যান মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করা- যেটি সমান্তরাল প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

**তৃতীয় ধাপে,** এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি বিনিয়োগ ঋণসহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে সরকারি পরিসংখ্যানগুলোর পর্যাপ্ত আইনগত স্বীকৃতি, বিবিএস'র মর্যাদা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন কাজের কার্যকর সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা নির্ধারণসহ প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলো সমাধান করতে হবে।

এপ্রিল ২০০৬।